উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা/২০১৫

বিষয়ঃ বাংলা ১ম পত্র (সৃজনশীল)

পরীক্ষকদের প্রতি নির্দেশনাবলী

১। বোর্ড থেকে প্রাপ্ত উত্তরপত্রের সংখ্যা ও বিষয়কোড মিলিয়ে নিতে হবে।

২। উত্তরপত্রের ভিতরে লাল বলপয়েন্ট কলম দ্বারা মার্জিনের ভিতরে বামপাশে উত্তরের শেষে ইংরেজিতে নম্বর প্রদান করতে হবে।

৩। ভিতরে প্রাপ্ত নম্বরের নীচে আন্ডার লাইন করতে হবে। যে উত্তরে নম্বর পাবে না সেক্ষেত্রে ০০ প্রদান করতে হবে।

৪। কোনক্রমেই ভগ্নাংশ নম্বর প্রদান করা যাবে না।

৫। নম্বর প্রদান কাটাকাটি বা উপরিলিখন করা যাবে না। নম্বর পরিবর্তন করতে হলে একটানে কেটে দিয়ে অনুস্বাক্ষর দিতে হবে।

৬। অতিরিক্ত নম্বর প্রদান কিংবা কাপর্ন্য করা যাবে না।

৭। প্রচ্ছদে বৃত্ত ভরাট ও নম্বর কাল বল পয়েন্ট কলম দ্বারা দিতে হবে।

৮। প্রান্তিক নম্বর যেমন ১৯, ২৩, ২৯, ৩৫, ৪১ ও ৪৭ রাখা যাবে না।

৯। কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষক ছাড়া উত্তরপত্র জমা দেয়া যাবে না।

১০। উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রয়োজনে প্রধান পরীক্ষকের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

১১। নমুনা উত্তরপত্র ছাড়াও পরীক্ষার্থীরা অনেক বিকল্প উত্তর লিখতে পারে সেক্ষেত্রে সঠিক হলে বিবেচনা করে নম্বর প্রদান করতে হবে।

১২। ১ম কিস্তি কমপক্ষে ১০০টি উত্তর ১৭/০৪/২০১৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে এবং শেষ কিস্তি ২৬/০৪/২০১৫ খ্রি. তারিখে সংশ্লিষ্ঠ প্রধান পরীক্ষকের বরাবর হাতে হাতে প্রদান করতে হবে। কোনক্রমেই ডাকযোগে পাঠানো যাবে না।

১৩। শেষ কিস্তির সাথে ১০ টাকার রেভিনিউ টিকিট দিতে হবে।

১৪। প্রতিটি প্রশ্নের ক, ক, গ, ঘ নং উত্তরের প্রাপ্ত নম্বর দাগ নং এর উপরে যোগ দেখাতে হবে। যেমন-১+২+৩+৪=১০ উল্লেখ্য কভার পৃষ্ঠায় শুধু যোগফলটি তুলতে হবে।

১৫। কোন পরীক্ষার্থী ভূলবশত: প্রশ্নের নম্বর যদি না লেখে তবে পরীক্ষক নম্বরটি লিখে মূল্যায়ন করবেন।

১৬। একই বিভাগ হতে সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে ১ম ২টি রেখে শেষেরটি অতিরিক্ত লিখে অনুস্বাক্ষর দিতে হবে।

প্রধান পরীক্ষকবৃন্দ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা -২০১৫

বাংলা (আবশ্যিক) কোড: ১০১

১ম পত্র (সৃজনশীল)

ক-বিভাগ নমুনা উত্তর পর্ব

১। ক) **৮ম শ্রেণি/থার্ড ক্লাস**

খ)

জ্ঞান	বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে একথা বলেছে
অনুধাবন	বিলাসী হত দরিদ্র নিম্ন শ্রেণির/পেশার মানুষ হলেও সততার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে
	সাপধরা, তাবিজ বিক্রি শেকড় বিক্রি এসব যে ধোঁকাবাজি, লোক ঠকানো ইত্যাদি প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে।

গ)

জ্ঞান	উদ্দীপকে জয়ন্ত বাবু ও মৃতুঞ্জয় উভয়ই স্বার্থপর সমাজের হীন লোভের শিকার।
অনুধাবন	জয়ন্তবাবু তার ছোট ভাইয়ের দ্বারা সহায় সম্পত্তি হারায়। শ্যমল বাবু স্বার্থের কারণে বিভিন্ন কৌশলে জয়ন্ত বাবুকে বিপর্যস্ত করে, অনুরুপভাবে ' বিলাসী' গল্পের খোঁড়া সমাজের দোহাই দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে ও গ্রাম ছাড়া করে সম্পত্তি দখল করে। যা উভয়ের ক্ষেত্রে তুলনীয়।
প্রয়োগ	বিলাসী গল্পের মুত্যুঞ্জয়ের তেমন কোন আত্নীয় স্বজন ছিল না। ছিল তার একমাত্র জ্ঞতি খুড়ো যার কাজ ছিল ভাইপোর নানা দোষ ত্রুটি প্রচার করা এবং সম্পত্তি দখল করা। সে বিভিন্ন ধরণের অপদবাদ দিয়ে মুতুঞ্জয়কে গ্রাম ছাড় করেছে। মুত্যুঞ্জয় মারাত্নক অসুস্থ হলে বুড়ো মালোর কন্যা বিলাসী সেবা-শুশ্রুষা, দিয়ে মৃতুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। অনুরূপভাবে উদ্দীপকে আমরা লাবণী ও জয়ন্ত বাবুকে সেবা শুশ্রুষা করতে দেখেছি।

ঘ)

জ্ঞান	'বিলাসী' গল্পের নিম্ন শ্রেণির মেয়ে বিলাসীল করুণ পরিণতির কথা বলা হয়েছে।
অনুধাবন	বিলাসী গল্পের বিলাসীর করুণ পরিণতির স্বীকার হলেও উদ্দীপকে লাবণী এর বিপরীত। লাবণী ঘুরে দাঁরিয়েছে এবং তার স্বামী শ্বশুর সংসারকে ইতর শ্রেণির লোকদের কাছ থেকে সে তার পরিবারকে রক্ষা করেছে।
প্রয়োগ	'বিলাসী' এবং উদ্দীপকে লাবণী একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও বিলাসী তার সেবাপরায়নতার মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয়কে বাচাঁলেও সমাজ তাকে মেনে নেয়নি। যার ফলে তাদের জীবনে করুণ পরিণতির স্বীকার হয়। কিন্তু উদ্দীপকের লাবণী ও মানিকের বিয়েকে ঘিরে ষড়যন্ত্র হলেও লাবণী করুণ পরিণতির স্বীকার হয়নি।
উচ্চতর দক্ষতা	'বিলাসী' গল্পটি সে কালের সমাজ বাস্তবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে কালের সামজ পতিদের নির্দেশেই সমাজ পরিচালিত হতো। সেখানে প্রেম-ভালোবাসার কোন মূল্যয়ন হয়নি, বিধায় বিলাসীকে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পক্ষান্তরে লাবণীর প্রেম-ভালবাসার বিবাহ হলেও কিছু ইতর শ্রেণির লোকেরা তাকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছে মাত্র। লাবণীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে তারা ঘুরে দাড়িয়েছে। তাই তার করুণ পরিণতির স্বীকার হতে হয়নি।

২। ক)

জ্ঞান	খেলা

খ)

জ্ঞান	শিক্ষা ও সাহিত্যের পার্থক্য বোঝাতে লেখক এ কথা বলেছেন।
অনুধাবন	শিক্ষায় আনন্দ বিবর্জিত, শিক্ষা যা জোর করে শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। অপর দিকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দান করা, যে সাহিত্য সকলেই সমভাবে গ্রহণ করে।

গ)

জ্ঞান	সাতিত্যে খেলা প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক তার মতামত প্রকাশ করেছেন
অনুধাবন	উদ্দীপকের বাবুল খেলাকে উদ্দেশ্যহীন ও আনন্দদায়ক বলে যে চেতনার প্রকাশ করেছেন তার সাথে প্রবন্ধিক সাহিত্য চেতনার তুলনা যোগ্য। উদ্দীপকের বাবুল খেলায় পরাজিত হওয়ার বিষয়কে হতাশা প্রকাশ না করে খেলাকে নিছক আনন্দ দায়ক হিসেবে অভিহিত করেছেন। অনুরুপ ভাবে 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে প্রবন্ধিক সাহিত্য উদ্দেশ্য হীন আনন্দ দায়ক বলে অভিহিত করেছেন্ তিনি বলেছেন সাহিত্যের উদ্দেশ্য কারবার মনোরঞ্জন করা নয়।
প্রয়োগ	সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দান করা কারোর মনোরঞ্জন করা নয় । এখানে উদ্দীপকে বাবুল তার উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত শহিদ স্মৃতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ফাইনালে পরাজয়ের যে হতাশা তার সমর্থকেরা ব্যক্ত করেছেন তাকে কোনরুপ পাত্তা না দিয়ে বাবুল ক্রীড়ার যে বৈশিষ্ট্য সে দিকে মনোযোগ দিয়েছে অর্থাৎ জয় পরাজয় যাই হোক না কেন? প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ এবং আনন্দ দানের কথা এখানে ব্যক্ত করেছেনে যা প্রাবন্ধিকের সাহিত্য চেতনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

অপর পাতায়-২

ঘ)

জ্ঞান	"সাহিত্যে খেলা" প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পের্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন
অনুধাবন	উদ্দীপকে ও 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের বাবুল খেলাকে উদ্দেশ্য হীন ও আনন্দদায়ক বলে অভিহিত করেছেন। "সাহিত্যে খেলা" প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যকে খেলার সাথে তুলনা করে সাহিত্যকে আনন্দদায়ক বলে অভিহিত করেছেন।
প্রয়োগ	উদ্দীপকে বাবুল খেলার উদ্দেশ্য সম্পর্ক মাতামত দিয়েছেন অনুরুপ ভাবে "সাহিত্যে খেলা" প্রবন্ধে লেখকের সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রবন্ধে সাহিত্যের আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার সাথে সাহিত্যের পার্থক্য ও সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে মাতামত তুলে ধরেছেন।
উচ্চতর দক্ষতা	প্রাবন্ধিক ও প্রবন্ধে সাহিত্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। সাহিত্য যদি তার আদর্শ থেকে সরে দাঁড়ায় তা হলে স্বধর্মচূত্য হয়। সাহিত্য কারো মনোরঞ্জন করার জন্য রচিত হয়না। সাহিত্য ইতর, ভদ্র, উচু, নিচু সকলের অংশ গ্রহণের অধিকার রয়েছে শিক্ষা সম্পর্কে লেখক বলেছেন, শিক্ষা বিশ্বের খবর জানায় আর সাহিত্য মনকে জাগায়। এছাড়া লেখক সাহিত্য পাঠে শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোক পাত করেছেন।

৩। ক) মতিনের

খ)

জ্ঞান	মৃতপ্রায় তুলসী গাছের আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে।
অনুধাবন	'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা ছেড়ে ঢাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেয় কয়েকজন সরকারী কর্মচারী। কয়েক দিনপর তাদের চোখে পড়ে মৃত প্রায় একটি তুলসী গাছ। যা আবিষ্কারের মাধ্যমে এই বাড়ির পূর্বের বাসিন্দাদেব কথা মনে করিয়ে দেয়। যা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এবং মানবিক মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত। তাই তুলসী গাছটির আকস্মিক আবিস্কারে তারা কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

গ)

জ্ঞান	'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে একটি নগণ্য তুলসী গাছের আষ্কিারের তাৎপর্যতুলে ধরা হয়েছে।
অনুধাবন	উদ্দীপকের ট্যাংকটির সঙ্গে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের নগণ্য তুলসী গাছের আবিষ্কারের অনুষঙ্গটি তুলনীয়।
প্রয়োগ	উদ্দীপকের ট্র্যাংকটি বিশেষ তাৎপর্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই ট্যাংকটি দেখে ভূমিদস্যু বুঝতে পেরেছিল এটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির। ফলে তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ঐ স্মপত্তির উপর এবং জাল দলিল করে ঐ সম্পত্তি দখল করে । 'অনুরুপভাবে একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে দেশ বিভাগের সময় একদল সরকারী কর্মচারী উদ্বাস্ত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে ঢাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে। কয়েকদিন পর তারা আবিষ্কার করে একটি তুলসী গাছ যা তাদের এই বাড়ির পূর্বের বাসিন্দাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের অনেকের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ফুটে ওঠে। ফলে তুলসী গাছটি হয়ে ওঠে তাৎপর্যপূর্ণ যেমনটি ঘটেছে উদ্দীপকের ট্যাংকটির ক্ষেত্রে। তাই তুলসী গাছের আবিষ্কারের অনুষঙ্গের সাথে উদ্দীপকের ট্যাংকটির তুলনা যোগ্য।

ঘ)

জ্ঞান	একটি তুলসী গাছের কাহিনী গল্পটি উদ্বাস্ত মানুষের করুণ আলেখ্য।
অনুধাবন	'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে লেখক দেশ বিভাগের সময়ে উদ্বাস্তু মানুষের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। যা শিল্প সম্মত ভাবে ফুটে উঠেছে।
প্রয়োগ	'উদ্দীপক ও একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে উদ্বাস্ত মানুষের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীরা এদেশের বহুঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ফলে স্বাধীনতার পর গৃহহীন মানুষ উদ্বাস্ত হয়ে পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রয় নেয়। অনুরুপভাবে একটি তুলসী গাছের কাহিনী গল্পেও উদ্বাস্তুদের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এই করুণ চিত্র উদ্দীপকের চেয়েও অনেক বিস্তৃত পরিসরে ফুটে উঠেছে। উদ্বাস্তু মানুষগুলোর মাথার উপর ছাদ পাওয়া ও আশ্রয় হারানোর ভয় সর্বদা তাড়া করে নিয়ে বেড়ানোর বিষয়টি লেখক এখানে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।
উচ্চতর দক্ষতা	উদ্দীপক ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে উভয় ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তু মানুষের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে উদ্বাস্তু মানুষগুলোর করুণ চিত্র বিস্তৃত পরিসরে এবং শৈল্পিক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

অপর পাতায়-৩

খ বিভাগ-'কবিতা'

৪। নং প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. যাযাবর শিশু

খ. 'জীবনের পসরা বহিয়া'-বলতে কবি তাদের বুঝিয়েছেন যারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মানব কল্যাণে আত্মাহুতি দিয়েছেন। কবি তারুণ্যের সেই শক্তিকে বন্দনা করেছেন যারা অসীম সাহস ও বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে মেরুর বুকে অভিযান চালায়, ছুটে চলে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, মানবের মুক্তি সংগ্রামে যারা কোন বাঁধা মানে না। মানব কল্যাণে প্রয়োজনে তারা জীবন বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করেনা।

গ. 'জীবন বন্দনা' কবিতায় উদ্দীপকের সবজি-আলু ও আম উৎপাদনকারীদের সঙ্গে কৃষক শ্রেণির মিল রয়েছে।
'জীবন বন্দনা' কবিতায় যারা আপন শ্রম দিয়ে ধরণীকে শস্য-শ্যামল ও ফুল-ফলে ভরিয়ে দিয়ে, পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছে, তাদেরই প্রশংসা বা গুনকীর্তন করা হয়েছে। কঠোর শ্রম দিয়ে তারা অসাধ্য সাধন করেছে।
উদ্দীপকেও দেখা যায় কৃষিজীবী সম্প্রদায় বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে আমাদের দেশকে পৃথিবীর একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে বসিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। 'জীবন বন্দনা' কবিতায় যার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাই।

ঘ. 'উদ্দীপকে যাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, তারা 'জীবন বন্দনা' কবিতায় বন্দনাকৃত চরিত্রসমূহের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করেছে।"–মন্তব্যটি যথার্থ।
'জীবন বন্দনা' কবিতায় বিধৃত হয়েছে তারুন্যের সেই শক্তি যে শক্তি পর্বত অভিযান করেছে সাগরকে জয় করেছে, মেরু অভিযান চালিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে চলেছে, নিজের গায়ে পাখা বেঁধে অসীম আকাশকে জয় করেছে, নিজ প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধে জয় করেছে। এ কারণে কবি সেই তারুণ্য শক্তির জয়গান গেয়েছেন। এ কবিতাতে আরও লক্ষ্য করা যায় শ্রমজীবী মানুষ আপন শ্রমের বিনিময়ে এ পৃথিবীকে স্বর্গসম করে তুলেছে। তাদের শ্রমের কারণেই পৃথিবী আজ এত মনোরম-সুন্দর।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই শ্রমজীবী ও পর্বতারোহীদের কথাই বলা হয়েছে। কবিতায় বর্ণিত অন্যান্য বিষয়গুলি এখানে অনুপস্থিত। উদ্দীপকে কৃষিজীবী, পোশাক শ্রমিক, পর্বতারোহী, বিশ্বশান্তি রক্ষায় শান্তি রক্ষী বাহিনী, প্রবাসী বাংলাদেশী এদের প্রসঙ্গ থাকলেও 'জীবন বন্দনা' কবিতায় এদের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটেনি।
উদ্দীপক ও 'জীবন বন্দনা' কবিতা বিশ্লেষন করলে মন্তব্যটির যথার্থতা প্রতীয়মান হয়।

৫। **ক. হন্তারক/হত্যাকারী/পাকবাহিনী**

খ. 'পাপাশ্রয়ী পরজীবী'–বলতে পাক হানাদার বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।
বাংলাদেশের মানুষেরা অভিন্ন আত্মিক বন্ধনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছিল। পাকহানাদার বাহিনী ৭১ সালে বর্বর আক্রমণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে আবহমান গ্রাম-বাংলার শান্ত সংহত জীবনকে তছনছ করে দিতে চেয়েছিল। তারা এদেশে থেকে বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল বলে কবি তাদের 'পাপাশ্রয়ী-পরজীবী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ. উদ্দীপকের বিনোদপুর গ্রামের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব 'বাংলাদেশ' কবিতায় 'চিরদিন বাংলাদেশ' বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ
'বাংলাদেশ' কবিতায় ফুটে উঠেছে আবহমান বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, রূপময় প্রকৃতি, অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জনজীবন। তারা একে অপরের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে পেশাগত ভিন্নতা ও ধর্মীয় ভিন্নতা ভুলে গিয়ে সাম্যে একাত্ম হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিনোদপুর গ্রামবাসীরাও পেশাগত ভিন্নতা ও ধর্মীয় ভিন্নতা ভুলে গিয়ে সকলে মিলেমিশে একে অপরের পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসব ও পার্বনে যেমন তেমনি ঈদ-পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবে সকলের প্রাণ চাঞ্চল্যে একাত্ম হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস উৎসব সার্বজনীন, ধর্ম ব্যক্তিগত। 'বাংলাদেশ' কবিতায় এই উল্লিখিত ভাবের সাথে উদ্দীপকের মূল্যবোধ সাদৃশ্য পূর্ণ।

ঘ. 'উদ্দীপকের বিনোদপুরবাসী ও 'বাংলাদেশ' কবিতার বাঙালির প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও তাদের চেতনা অভিন্ন'–মন্তব্যটি যথাযর্থ।
'বাংলাদেশ' কবিতাটি ১৯৭১ সালের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা ও নারকীয় বিভীষিকা কবিতার ক্যানভাসে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সাবলিল ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, হত্যাকান্ড, নির্যাতনে তারা ছারখার করেছে গ্রামের পর গ্রাম। হত্যা করেছে নিরীহ গ্রামবাসীকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু জীবন বরণ করেছে। বাঙালির সাহসী প্রতিরোধের মুখে নরপশুরা জাহান্নামের আগুনে নিপতিত হয়েছে।
উদ্দীপকের আলোকে দেখতে পাই, বিনোদপুরের গ্রামবাসীরা অভিন্ন আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালন করেছে। পাক হানাদার বাহিনীর আদলে ভূমি দস্যু জোয়ারদার নিরীহ গ্রামবাসীর শান্তি নষ্ঠ করে তাদের ঐক্য সংহতির অটুট বন্ধনকে ছিন্ন করতে চেয়েছে। সে বিবেচনায় কবিতা ও উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কবিতায় নির্যাতন করেছে পাকবাহিনী বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের উপর আর জোয়ারদার নির্যাতন করেছে নিরীহ বিনোদপুর গ্রামবাসীর উপর।
উদ্দীপক ও 'বাংলাদেশ' কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অবস্থানগত ভিন্নতা থাকলেও দু'টি বিষয়ের মধ্যে চেতনাগত ঐক্য আছে।

অপর পাতায়-৪

৬. (ক) মাঘের সন্ন্যাসী/শীত ঋতু

(খ) কবি ঋতুরাজ বসন্তকে বরন না করায় কবি ভক্ত বসন্তের আগমনকে বৃথা বলেছে।

বসন্ত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য কবি মনে আনন্দ জাগাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবি মন কোনো কারণে শোকাচ্ছন্ন। বসন্তের সৌন্দর্য কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনি। সে কারণে কবি আজ নীরব। কবিভক্তের অনুযোগ, বসন্তকে কবি বরন না করায় বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হারিয়েছে।

গ. উদ্দীপকের জনি 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি ভক্তের প্রতিনিধিত্ব করে।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় ঋতুরাজ বসন্তের আগমন প্রকৃতিতে স্পষ্ট। দখিনা সমীরে একাকার হয়ে গেছে আমের মুকুল, বাতাবি লেবুর সুবাস। বসন্তকে প্রকৃতি যখন বরন করে নিয়েছে কবি তখন কর্ম বিমুখ। বসন্তকে বন্দনা করে কবিদের কবিতা লেখার কথা। কিন্তু কবির এই উদাসীনতার কারণে কবি ভক্ত ব্যথিত। বারবার কবিকে বসন্ত আবাহন করে কবিতা লেখার অনুরোধ করছে। কিন্তু কবির হৃদয় শীত ঋতুর মত রিক্ত ও শূন্য। শীতের শুষ্কতায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন।

উদ্দীপকেও দেখতে পাই জনি কবিভক্তের মত রনিকে গান গাওয়ার অনুরোধ করেছে। রনির গানের গলা চমৎকার। তার কাছে ভাল গান শুনবে এটাই জনির প্রত্যাশ্যা। কিন্তু রনি এই পরিবেশে এসে তার দুঃখজনক স্মৃতি মনে পড়ায় জনির অনুরোধ রক্ষা করতে পারেনি। সবুজ মায়াবী অরণ্য গান গাওয়ার অনুকূল পরিবেশ। তারপরেও রনি স্মৃতিকাতর। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত চারিদিকে ফুলে ফুলে শোভিত হলেও কবিভক্তের অনুরোধ কবি রক্ষা করতে পারেনি। তেমনি, স্মৃতিকাতরতার কারণে রনি জনির আহবানে সাড়া দিতে পারছে না।

ঘ. 'উদ্দীপকের রনির বিষন্ন হয়ে পড়া এবং 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির বসন্ত বিমুখতার কারণ অভিন্ন। –উক্তিটি যথার্থ।

'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের আগমনে বাতাবি লেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস দিগ্বিদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। কিন্তু কবিরমন আচ্ছন্ন হয়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষন্ন ছবিতে। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। শীতের করুণ বিদায় তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোন আবেদন জানাতে পারছে না।

উদ্দীপকেও রনির গানের গলা সমুধুর। প্রকৃতির মায়াবি পরিবেশ পেয়ে রনির স্বত:স্ফূর্তভাবে গেয়ে উঠার কথা। কিন্তু তার এই নীরবতা জনির কাছে অপ্রত্যাশিত। জনি রনিকে গাইতে অনুরোধ করলে বেদনাদায়ক স্মৃতি তাকে কাতর করে। পাঁচ বছর আগে ঠিক এখানেই ছোট ফুপির সাথে বেড়াতে এসেছিল রনি। ছোট ফুপির অকাল মৃত্যুর কারণে স্মৃতি বিজড়িত এই স্থানটি তাকে স্মৃতিকাতর করে তোলে। যেকারণে সে স্বাভাবিক ভাবে গেয়ে উঠতে পারেনি এবং জনির অনুরোধও রক্ষা করতে পারেনি।

'তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবি ও উদ্দীপকের রনির অন্তর জুড়ে আছে বিষন্নতার সুস্পষ্ট প্রভাব। পরিবেশ উপযোগী ভাব ব্যক্ত না করার কারণ বিষাদময়তা।

পদ্মা নদীর মাঝি

৭। ক) শেতল/শীতল

খ) পরের পেট ভরাতে ফতুর হতে বসেও গৃহে কুবেরের আকর্ষণ বেড়ে যাওয়ার কারণ কপিলা/কপিলার প্রতি আকর্ষণ।

বন্যার সময় কুবেরের শ্যালক-শ্যালিকা কুবেরের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আত্মীয় স্বজনের খাবার জোগাতে কুবেরের সঞ্চয় শেষ হয়ে যায়; এক পর্যায়ে সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়ে। তবু কুবেরের শ্যালিকা, কপিলার কারণে কুবেরের বাড়ির প্রতি আকর্ষন বাড়ে।

গ) বৈসাদৃশ্যঃ

উদ্দীপকের বস্তি গড়ে উঠেছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে; 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের জেলেপাড়া গড়ে উঠেছে পদ্মা নদীর ধারে।

বস্তি প্রতিবছর আগুনে পোড়ে এবং বর্ষাকালে ভূমিধসে মাটি চাপা পড়ে মানুষ মারা যায়; জেলে পাড়ার ঘরবাড়ি ঝড়ে ভেঙেগ যাওয়া নিত্য ঘটনা।

বস্তির লোকজন ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, ভ্যানগাড়ি চালায় অথবা দিনমজুর হিসেবে কাজ করে; জেলেপাড়ার লোকেরা মাছ ধরে ও মাঝিগিরি করে।

সাদৃশ্যঃ

বস্তির ঘরগুলো যেমন ঘেঁষাঘ্যাঁষি করে গড়ে উঠেছে, তেমনি জেলেপাড়ার ঘরগুলোর চালাও একসাথে লাগানো। বস্তির ঘরগুলো যেমন ময়লা আবর্জনায় ভরা এবং স্যাঁতসেঁতে নোংরা দুর্গন্ধময়, জেলে পাড়াও তদ্রুপ।

বস্তিবাসীকে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ঐ বস্তিতেই থাকতে হয়; জেলে পাড়ার বাসিন্দাদেরও শত কষ্ট করে থাকতে হলেও জেলে পাড়া ছেড়ে যাবার উপায় নেই।

বস্তিবাসী ও জেলে পাড়াবাসী উভয়েই দিন এনে দিন খায়

বস্তির পাশে গড়ে উঠেছে সুরম্য অট্টালিকা; জেলে পাড়ার পাশেও গড়ে উঠেছে ভদ্রপল্লী।

ঘ) দারিদ্র্যের বিচারে উদ্দীপকের বস্তিবাসী মানুষগুলো এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কুবের-গনেশ একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

অপর পাতায়-৫

বস্তিবাসীদের কেউ ঠেলাগাড়ি চালায়, কেউ দিনমজুর খাটে। তাদের অত্যন্ত সংগ্রামী জীবন; তারপরও তাদের নিতান্ত কষ্টে-সৃষ্টে দিনাতিপাত করতে হয়। অন্যদিকে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের জেলেরাও উদয়াস্ত এমনকি রাতদিন পরিশ্রম করেও ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারে না। বস্তিবাসী ও জেলেপাড়ার মানুষ উভয়কেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যথাক্রমে পাহাড়ের ঢালে ও জেলেপাড়ায় বাস করতে হয়; সুখচিন্তা তাদের কাছে দু:স্বপ্নের মতো। তাই বলা যায়,"উদ্দীপকের বস্তিবাসী মানুষগুলো 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কুবের-গনেশদেরই অন্য সংস্করণ্"

৮। ক) পাচী

খ) ময়নাদ্বীপের প্রতিকূল পরিবেশের চিত্র তুলে ধরতে বাক্যটি উদ্বৃত হয়েছে।

হোসেন মিয়ার ময়নাদ্বীপে সদ্য জনবসতি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। শ্বাপদ-সঙ্কুল এ দ্বীপে সমস্যার অন্ত নেই। বনজঙ্গল সাফ করার জন্য দ্বীপের বাসিন্দাদের অবিশ্রান্ত খাটুনি খাটতে হয়। রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই এখানে। মোটকথা ময়না দ্বীপে জীবন যাপন দুর্বিষহ।

গ) পেশাগত ও শারীরিক দিক থেকে উদ্দীপকের নারী শ্রমিক ও পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের মালার মধ্যে অমিল রয়েছে।

* উদ্দীপকের নারী পেশায় শ্রমিক; মালা গৃহিণী।

* উদ্দীপকের নারী সুস্থদেহী; মালা পঙ্গু।

* উদ্দীপকের নারী-অর্থোপার্জনে ভূমিকা রাখে; মালা অর্থোপার্জনে ভূমিকা রাখে না।

ঘ) উদ্দীপকের নির্মাণ শ্রমিক এবং 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের কুবের, উভয়েই দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত। প্রাচুর্যের মোহে নয়, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই তাদের প্রাণান্তর কর পরিশ্রম করতে হয়। উদ্দীপকের নির্মাণ শ্রমিক রোদে পুড়ে জলে ভিজে একটানা খাটুনি খাটে; এটি তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। অন্যদিকে উপন্যাসের কুবের দিনরাত পরিশ্রম করে শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে। উদ্দীপকের নির্মাণ শ্রমিক ও উপন্যাসের কুবের ধনী হবার স্বপ্ন দেখে না; কোনোমতে দিনযাপন করতে পারলেই তারা বর্তে যায়।

মূলত উদ্দীপকের নির্মাণ শ্রমিক এবং উপন্যাসের কুবের মানবেতর জীবন যাপন করে, কোনো রঙিন স্বপ্ন তারা দেখে না। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটাই তাদের কাছে চরম সার্থকতা। উভয়েই দিন আনে দিন খায়; সঞ্চয়ের চিন্তা বা সুযোগ-এর কোনোটাই তাদের নেই।

৯। ক) গনেশের

খ) প্রশ্নে উল্লিখিত উক্তির মধ্যে কুবেরের নিদারুণ দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বন্যার সময় কুবেরের শ্যালক-শ্যালিকারা কুবেরের বাড়িতে এসে ওঠে। কুবের এমনিতেই নিতান্ত কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করে; অর্ধাহারে, অনাহারে তাকে পরিবার পরিজন নিয়ে দিন যাপন করতে হয়। তার উপর আগত অতিথিদের আহারের ব্যবস্থা করতে গিযে তার সঞ্চিত সামান্য অর্থও শেষ হয়ে যায়। সামনের দিনগুলো কুবেরের জন্যে আরো কঠিন হযে উঠবে। অতিথিরা একদিন চলে যাবে; কিন্তু বিপদে পড়তে হবে কুবেরকে আসন্ন অভাবের কথা চিন্তা করেই কুবেরের মনের অভিব্যক্তি ফুঠে উঠেছে আলোচ্য উক্তিটির মধ্যে।

গ) উদ্দীপকের ইটের ভাটা স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের ময়নাদ্বীপ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এক নয।

উদ্দীপকের কেরামত আলী ইটের ভাটা প্রতিষ্ঠা করেছে বিত্ত বৈভব বৃদ্ধির লক্ষ্যে। সে শ্রমিকদের বঞ্চিত করে অর্থ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই। অন্যদিকে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের হোসেন মিয়া ময়নাদ্বীপ প্রতিষ্ঠা করেছে শ্রেণী বৈষম্যবিহীন ধর্ম নিরপেক্ষ একটি সাম্রাজ্যের অধিকারী হবার জন্যে। হোসেন মিয়া তার দ্বীপের মানুষদের বঞ্চিত করে না। দ্বীপে কেউ থাকতে না চাইলে সে তার পরিশ্রমের বিনিময়ে মজুরি দিয়ে দেয়। বস্তুত: শ্রমিকদের শোষণ করে অর্থ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য তার নেই; কেবল তার স্বপ্নের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হয়।

ঘ) প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ

হোসেন মিয়া ও উদ্দীপকের কেরামতের ধনী হওয়ার রহস্য অজ্ঞাত। তাদের দুজনেরই আয়ের উৎস নিয়ে নানাবিধ গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে উদ্দীপকের কেরামত তার ইটের ভাটার শ্রমিকদের শোষণ করে; অন্য দিকে হোসেন মিয়া তার ময়নাদ্বীপে যারা কাজ করে তাদের বঞ্চিত করে না।

কেরামতের ইটের ভাটায় শ্রমিকেরা এসে ভিড় করে; অন্যদিকে হোসেন মিয়া বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা কৌশলে লোক সংগ্রহ করে ময়নাদ্বীপে পাঠায়।

কেরামত শ্রমিকদের শোষণ করে সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে। অন্যদিকে হোসেন মিয়া চোরাকারবার করে অর্থোপার্জন করে ময়নাদ্বীপ প্রতিষ্ঠার জন্য।

কেরামতের কর্মতৎপরতার সাথে উপন্যাসের ধনঞ্জয়ের কর্মতৎপরতার মিল বেশি। ধনঞ্জয় তার নৌকায় কর্মরত গনেশ ও কুবেরকে নানা অজুহাতে ঠকায়; তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে। অন্যদিকে কেরামতও তার শ্রমিকদের নানাবিধ ছলচাতুরিতে প্রায়শই বঞ্চিত করে ন্যায্য পাওনা থেকে।

প্রধান পরীক্ষকবৃন্দ